শব্দার্থ ও টীকা

26

সংক্ষিপ্তসার

26.1 প্রস্তাবনা

গদ্যের এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ কিংবা কবিতার এক বা একাধিক স্তবকের বক্তব্য-বিষয়কে সংক্ষেপে ও সহজভাবে নিজের ভাষায় প্রকাশ করার কাজটাই হল সংক্ষিপ্তসার রচনা। সংক্ষিপ্তসারকে ইংরেজিতে বলে প্রেসি (précis)।

সংক্ষিপ্তসার এবং সারাংশ (Precis আর Substance) কিন্তু এক নয়। সারাংশ বা ভাবার্থে প্রদত্ত পাঠের কেন্দ্রীয় ভাবকে তুলে এনে তাকে সহজ ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হয়। সারাংশে কোনো শিরোনাম দিতে হয় না।

সংক্ষিপ্তসার বা প্রেসি প্রস্তুত করার ব্যাপারে যেসব সাধারণ সূত্র মনে রাখা দরকার সেগুলি হল —

(ক) প্রদত্ত পাঠটি বারকয়েক মন দিয়ে পড়ে নিয়ে তার অন্তর্নিহিত ভাবটি ঠিকমতো বুঝে নিতে হবে।

(খ) প্রদত্ত পাঠটি গদ্যে বা পদ্যে কিংবা সাধু বা চলিত যাতেই লেখা হোক-না কেন সংক্ষিপ্তসারটি লিখতে হবে মান্য চলিত গদ্যে নিজের ভাষায়। প্রকাশভঙ্গি সরল ও স্পষ্ট হওয়া চাই। মূল পাঠের বক্তব্যটুকু সংক্ষেপে তুলে ধরতে হবে। তাই রচনাটি হবে বাহুল্যবর্জিত।

(গ) প্রদত্ত পাঠটি উত্তমপুরুষ বা মধ্যমপুরুষের বয়ানে বর্ণিত হয়ে থাকলে সেটিকে প্রথম পুরুষে লিখতে হবে। পাঠে উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকলে শুধু তার মর্মটুকু পরোক্ষ উক্তিতে বলতে হবে। অলংকার থাকলে তা বর্জন করে সেখানকার আসল ভাবটুকু সহজ করে লিখতে হবে।

(ঘ) সংক্ষিপ্তসারটির আয়তন মূল পাঠের এক-তৃতীয়াংশের বেশি না-হওয়াই উচিত।

(ঙ) প্রদত্ত পাঠের মূল বক্তব্যটি যে-অংশে আছে সেটি বুঝে নিয়ে তাকেই প্রাধান্য দিতে হবে এবং সংক্ষিপ্তসারের শিরোনামও হবে সেই অনুযায়ী।

26.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়বার পরে আপনি:

- সংক্ষিপ্তসার বা প্রেসি বলতে কী বোঝায় তা জানতে পারবেন;

শব্দার্থ ও টীকা

- সংক্ষিপ্তসার লেখার রীতিনীতি জানতে পারবেন;
- সংক্ষিপ্তসারের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরার দক্ষতা অর্জন করবেন;
- মূল পাঠের আসল বক্তব্য যেখানে আছে তা খুঁজে নিয়ে তাকেই প্রাধান্য দিতে পারবেন;
- সংক্ষিপ্তসারের উপযুক্ত শিরোনাম দিতে পারবেন।

26.3 বিষয়ের রূপরেখা

একটি রচনাংশের সংক্ষিপ্তসার লেখার সূত্রাবলি:

26.3.1 প্রথম সূত্র :

রচনাংশের মূল বক্তব্য চিহ্নিত করা। দৃষ্টান্ত:

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,—
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায় মন,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
''ওরে বাছা মাতৃ-কোশে রতনের রাজি,
এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।''
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।

এই অংশের মূল বক্তব্য বলা হয়েছে শেষ লাইনে— মাতৃভাষা মণিমাণিক্যপূর্ণ একটি খনির মতো।

পাঠগত প্রশ্ন : 26.1

1. নীচের উদ্ধৃতাংশের মূল বক্তব্য চিহ্নিত করুন।

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—
ওরা কাজ করে

শব্দার্থ ও টীকা

নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ় সম অর্থ তার ভোলে,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনিতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে
পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।

26.3.1 দ্বিতীয় সূত্র :

(১) সংক্ষিপ্তসার উত্তম বা মধ্যম পুরুষ নয়, লিখতে হবে প্রথম পুরুষে।

(২) সবরকম অলংকার ও বাহুল্যবর্জিত হতে হবে। দৃষ্টান্ত:

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো,
পদ-লালিত্য-ঝংকার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়:
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

এখানে চিহ্নিত অংশগুলো অলংকার। এগুলো বর্জন করে সহজ ভাষায় লেখার নমুনা—

কঠোর জীবন সংগ্রামের কথা কবিতার কোমল ভাষায় বলা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন কঠোর গদ্যভাষা।

পাঠগত প্রশ্ন : 26.2

1. নীচের উদ্ধৃতাংশের মূল বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়ে বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে লিখুন। সব রকম অলংকার বর্জন করবেন।

''হে ভারত ভুলিয়ো না— নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন করো। সদর্পে বলো— আমি ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, অজ্ঞান ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বলো ভাই— ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বলো দিনরাত, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা, আমার দুর্বলতা, আমার কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো।''

শব্দার্থ ও টীকা

26.3.1 তৃতীয় সূত্র :

সংক্ষিপ্তসার হবে মূল অংশের মোটামুটি এক তৃতীয়াংশ। দৃষ্টান্ত:

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও
তার মতো সুখ কোথাও কী আছে,
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ
সুখ সুখ করি কেঁদো না আর।
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনি 'পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

এই অংশে মোট ৫৫টির মতো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর সংক্ষিপ্তসার লিখতে হবে অনধিক ২০টি শব্দে।

উদ্ধৃতাংশের সংক্ষিপ্তসার:

কেবল ব্যক্তিগত সুখলাভই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া অনুচিত। এতে প্রকৃত সুখ নেই। পরের দুঃখ দূর করার মধ্যেই আছে জীবনের সার্থকতা।

পাঠগত প্রশ্ন : 26.3

1. নীচের উদ্ধৃতাংশের বিষয় এক তৃতীয়াংশ শব্দে লিখুন।

অনুবীক্ষণ নামে এক প্রকার যন্ত্র আছে তাহাতে ছোটো জিনিসকে বড়ো দেখায়। বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে থাকিলেও ওই উদ্দেশ্যে নির্মিত কোনো যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত্র বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার নিমিত্ত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাহারা খুব বড়ো বলিয়া পরিচিত, এইখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলগিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে, কাহারও সাধ্য নাই যে সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

26.3.1 চতুর্থ সূত্র :

প্রত্যেক সংক্ষিপ্তসারের একটি উপযুক্ত শিরোনাম দিতে হয়। নীচে শিরোনাম সহ একটি পূর্ণাঙ্গ সংক্ষিপ্তসারের নমুনা দেখুন—

বিশ্বে একটি বাহিরের দিক আছে, সেইদিকে সে মস্ত একটা বল। সে দিকে তার বাঁধা নিয়মে এদিক ওদিক হবার জো নেই। এই বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয়, কুঁড়েমি করে, বা মূর্খতা করে যে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি, নিজেকে ফাঁকি দিয়েছে। অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে, শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেছে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে। বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে। সকল জায়গায় সকলের আগে সে পৌঁছাতে পারে বলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তার পাতে। আর, পথ হাঁটতে হাঁটতে যাদের বেলা বয়ে যায়, তারা গিয়ে দেখে যে তাদের ভাগ্যে হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তটাই ফাঁকি। (অংশটি ১০০টি শব্দে লিখিত)

উদ্ধৃতাংশের সংক্ষিপ্তসার: এতে আছে (১) শিরোনাম, (২) অলংকার ও বাহুল্যবর্জিত, (৩) প্রধান বক্তব্যের প্রাধান্য, (৪) মূল অংশের এক তৃতীয়াংশ শব্দ।

বস্তুবিশ্ব নিয়মের অধীন

এই বিশ্বজগৎ নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোথাও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। বস্তুবিশ্বের নিয়মকে মেনে চললে তবেই কৃতকার্য হওয়া সম্ভব। তাকে অগ্রাহ্য করলে ব্যর্থতা অবধারিত। প্রকৃতির নিয়ম মেনেই প্রকৃতির বাধাকে লঙ্ঘন করা সম্ভব। এই নিয়ম যে মানে না সে দুরবস্থায় পড়ে।

পাঠগত প্রশ্ন : 26.4

1. নীচের অংশটির একটি পূর্ণাঙ্গ সংক্ষিপ্তসার লিখুন।

রামায়ণে যদি কোনো চরিত্র আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র। সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমার্হ নহে। রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্যই সমর্থন করা যায় না। লক্ষ্মণের কথা অনেক সময় অতি রুক্ষ ও দুর্বিনীত হইয়াছে; কৌশল্যা দশরথকে বলিয়াছিলেন, 'কোনো কোনো জলজন্তু যেমন স্বীয় সন্তানকে ভক্ষণ করে, তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।' কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোনো খুঁত নাই। পাদুকার উপর হেমছত্রধর জটাবল্কলধারী এই রাজর্ষির চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্যপাত করিতেছে। কৈকেয়ীর সহস্র দোষ আমরা ক্ষমার্হ মনে করি, যখন মনে হয় তিনি এরূপ সুপুত্রের গর্ভধারিণী।

26.4 আপনি যা শিখলেন

1. সংক্ষিপ্তসার বা প্রেসি বলতে কী বোঝায়;
2. সংক্ষিপ্তসার লিখিত হয় মান্য চলিত গদ্যে এবং প্রথম পুরুষের বয়ানে;
3. মূল পাঠে অলংকার বা বাগ্‌বিস্তার থাকলে তা পরিহার করে কেবল সার বক্তব্যটুকু উদ্ধার করা চাই;
4. মূল অংশের আসল বক্তব্যকে প্রাধান্য দিতে হয়, মূল অংশের এক তৃতীয়াংশ শব্দে সংক্ষিপ্তসার লিখতে হয়;
5. সংক্ষিপ্তসারের ঠিকমতো শিরোনাম দেওয়া চাই।

শব্দার্থ ও টীকা

26.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

নীচে প্রদত্ত অংশগুলির সংক্ষিপ্তসার তৈরি করুন—

1. চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

2. কেন নিবে গেল বাতি
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে
জাগিয়া বাসর রাতি
তাই নিবে গেল বাতি।
কেন ঝরে গেল ফুল
আমি বক্ষে জাগিয়া ধরেছিনু তারে
চিন্তিত ভয়াকুল
তাই ঝরে গেল ফুল।
কেন মরে গেল নদী
আমি বাঁধ বাঁধি তারে চাহি চারিধারে
চাহি তারে নিরবধি,
তাই মরে গেল নদী।
কেন ছিঁড়ে গেল তার
আমি অধিক আবেগে প্রাণপণ বলে
দিয়েছিনু ঝংকার,
তাই ছিঁড়ে গেল তার।

3. আমরা সিঁড়ি
তোমরা আমাদের মাড়িয়ে
প্রতিদিন অনেক উঁচুতে উঠে যাও,
তারপর ফিরেও তাকাও না পিছনের দিকে।

শব্দার্থ ও টীকা

তোমাদের পদধূলি ধন্য আমাদের বুক
পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় প্রতিদিন।
তোমরাও তা জানো,
তাই কার্পেটে মুড়ে রাখতে চাও আমাদের বুকের ক্ষত—
ঢেকে রাখতে চাও তোমাদের অত্যাচারের চিহ্নকে
আর, চেপে রাখতে চাও পৃথিবীর কাছে
তোমাদের গর্বোদ্ধত অত্যাচারী পদধ্বনি।
তবু আমরা জানি,
চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে
চাপা থাকবে না
আমাদের দেহে তোমাদের এই পদাঘাত,
আর, সম্রাট হুমায়ুনের মতো
একদিন তোমাদেরও হতে পারে পদস্খলন।

4. আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যে সময়ে ইংরেজ মহাপুরুষেরা বাঙালিদিগকে বাংলা শিখাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন, সেই সময় যে-সকল পণ্ডিতের সহিত তাঁহাদের আলাপ ছিল তাঁহারা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তখন সংস্কৃত কালেজ বাংলায় একঘরে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে যবনের দাস বলিয়া সঙ্গে মিশিতে দিতেন না। তাঁহারা যে-সকল গ্রন্থাদি পড়িতেন তাহা এ দেশমধ্যে চলিত ছিল না। এমনকি দেশীয় ভদ্রসমাজে তাঁহাদের কিছুমাত্র আদর ছিল না। সুতরাং তাঁহারা দেশে কোন্ ভাষা চলিত কোন্ ভাষা অচলিত, তাহার কিছুই বুঝিতেন না। হঠাৎ তাঁহাদিগের উপর বাংলা পুস্তক প্রণয়নের ভার হইল। তাঁহারাও পণ্ডিতস্বভাবসুলভ দাম্ভিকতা সহকারে বিষয়ের গুরুত্ব কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া লেখনী ধারণ করিলেন।

5. বঙ্গবাসী মাত্রই সজ্জন, বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা নিন্দা শোনা যায় তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ, বণিক; তাহারা আপনার সন্তানকে ভালো কাপড়, ভালো জুতা পরায়, কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য। তাহারা আপনার পুত্রবধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়, কেবল আমাদের মুখ ভার করাইবার নিমিত্ত। পাপিষ্ঠ প্রতিবাসীরা। যাহাদের প্রতিবাসী নাই তাহাদের ক্রোধ নাই। তাহাদের নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসী-পরিত্যাগী গৃহী। ঋষির আশ্রমপার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিন দিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। প্রথম দিন প্রতিবাসীর ছাগল পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে। দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গোরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙিবে, তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষিপত্নীকে অলংকার দেখাইবে, তারপরই ঋষিকে ওকালতি পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দরখাস্ত করিতে হইবে।

6. সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায়, দুঃখময় জীবনে যারা ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই— এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে। . . . সংসারে সৌন্দর্যসম্পদে ভরা বসন্ত জানি আনে সঙ্গে করে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মালিকা-মালতী জাতি-যূথী, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন। কিন্তু যে আবেষ্টনের

শব্দার্থ ও টীকা

ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটল না, সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি— শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকে পেয়েছি বলে প্রকাশ করার ধৃষ্টতা আমি করিনি।

26.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

26.1

1. শ্রমশক্তির দ্বারাই সভ্যতার অগ্রগতি হয়।

26.2

1. প্রকৃত ভারতবাসীর কাছে ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র সমাজের সব অংশের মানুষই এক। কাপুরুষতা দুর্বলতা মুক্ত হোক ভারতবাসী।

26.3

1. বিদ্যাসাগরের উন্নত জীবনের কাছে অন্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের ম্লান দেখায়। তাঁর মতো উচ্চতায় পৌঁছানো বুঝি সম্ভব নয়। সমাজের চারদিকে ক্ষুদ্রতার ক্ষধ্যে বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব অতুলনীয়।

26.4

1. রামায়ণের আদর্শ চরিত্র ভরত

ভরতই রামায়ণের আদর্শ চরিত্র। রামের বালি বধ, লক্ষ্মণের রূঢ় বাক্য, লক্ষ্মণের প্রতি সীতার কটূক্তি, কৌশল্যাকে দশরথের ভর্ৎসনা প্রভৃতি ত্রুটি দেখা যায়। কিন্তু ভরত আগাগোড়া নিষ্কলঙ্ক। তাই রামায়ণ মহাকাব্যে ভরতের চরিত্রই শ্রেষ্ঠ।